[১][**২৬ক। ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্তৃক নিরীক্ষার আদেশদান ও বোর্ড কর্তৃক নিরীক্ষক নিয়োগ।— (১)** যুগ্ম-কমিশনার পদমর্যাদার নিম্নে নহেন এমন কোন মূল্য সংযোজন কর কর্মকর্তা কোন নিবন্ধিত বা নিবন্ধনযোগ্য প্রতিষ্ঠানের কোন নির্দিষ্ট মেয়াদের কর, কর সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম [২][নিরীক্ষার জন্য আদেশ দিতে পারিবেন এবং এতদুদ্দেশ্যে আদেশপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বা কর্মকর্তাগণ এই আইন ও তদধীনে প্রণীত বিধিসহ বোর্ড কর্তৃক জারীকৃত আদেশ ও নিরীক্ষা ম্যানুয়েলের] ভিত্তিতে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নিরীক্ষা সম• ন্ন করিয়া আদেশ দানকারী কর্মকর্তার নিকট প্রতিবেদন দাখিল করিবেন।

[৩][(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন নিরীক্ষা প্রতিবেদন পাইবার পর নিরীক্ষায় উদঘাটিত রাজস্ব ফাঁকি ও অনিয়মের বিষয়ে যথাযথ পরীক্ষান্তে, ও নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের আইনসঙ্গত কোন আপত্তি থাকিলে উহা বিবেচনাক্রমে, নিরীক্ষার আদেশদানকারী কর্মকর্তা উক্ত ফাঁকি ও অনিয়ম সম্পর্কে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য উহা সংশ্লিষ্ট ন্যায়-নির্ণয়নকারী কর্মকর্তা বরাবর প্রেরণ করিবেন।]

(৩) উপ-ধারা (১) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোন নিবন্ধিত বা নিবন্ধনযোগ্য ব্যক্তির মজুদ পণ্য পরিদর্শন ও হিসাব পরীক্ষা করিবার জন্য বোর্ড, আদেশ দ্বারা, যুক্তিসঙ্গত পারিশ্রমিক নির্ধারণ ও শর্তাদি স্থিরক্রমে কোন নিরীক্ষক (অডিটর) নিয়োগ করিতে পারিবে; এবং উক্ত নিয়োগপ্রাপ্ত নিরীক্ষক এই ধারার উদ্দেশ্যে একজন মূল্য সংযোজন কর কর্মকর্তা হিসাবে বিবেচিত হইবেন।"।

(৪) এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে টার্ণওভার করের আওতায় তালিকাভুক্ত বা তালিকাভুক্তিযোগ্য প্রতিষ্ঠান এবং কুটির শিল্পের সুবিধাপ্রাপ্ত বা সুবিধা দাবীকারী প্রতিষ্ঠানও নিবন্ধিত বা নিবন্ধনযোগ্য ব্যক্তি বলিয়া গণ্য হইবে।

---

[১]। অর্থ আইন, ২০০৪ (২০০৪ সনের ১৬ নং আইন) এর ধারা ৫৩ বলে ধারা ২৬ক এর পরিবর্তে নূতন ধারা ২৬ক ও ২৬খ প্রতিস্থাপিত।

[২]। অর্থ আইন, ২০০৬ (২০০৬ সনের ২২ নং আইন) এর ধারা ৩৫(ক) বলে শব্দগুলি ও বন্ধনীগুলি প্রতিস্থাপিত।

[৩]। অর্থ আইন, ২০০৬ (২০০৬ সনের ২২ নং আইন) এর ধারা ৩৫(খ) বলে উপ-ধারা (২) এর পরিবর্তে নতুন উপ-ধারা (২) প্রতিস্থাপিত।